14

বাংলার বাণী

তারিখ 7 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

(৩৫)

শিক্ষাঙ্গন ঃ একে একে দরজা বন্ধ

একে একে দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। জগন্নাথ কলেজ বন্ধ। কারমাইকেল কলেজ বন্ধ। সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ। ছাত্র সংঘর্ষের আশংকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজও বন্ধ। সিরাজগঞ্জ কলেজ বন্ধ। সাতক্ষীরা কলেজ বন্ধ। রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধ। এভাবে দেশের ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ যাবত বন্ধ হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, এ হচ্ছে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত তিন মাসের চিত্র।

কেন বন্ধ হলো এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? কারণ সবার জানা। সেই পরিচিত সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের কাছেই আজ জিম্মি হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ইদানীংকালে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে ভয়াবহ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে। শিক্ষাঙ্গন নয়, যেন একেকটা ভয়ংকর রণাঙ্গন। কথায় কথায় কথা কাটাকাটি। তারপর হাতাহাতি, মারামারি। মুহূর্তেই অস্ত্র উঁচিয়ে গুলিবর্ষণ। বোমার বিকট বিস্ফোরণ। ঘন্টার পর ঘন্টা, কোথাও কোথাও দিনের পর দিন চলতে থাকে বন্দুক যুদ্ধ।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংকগ্রস্ত। শিক্ষকগণ বিচলিত। অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন। অনন্যোপায় কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বন্ধ করে দেয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য। তার মানে বারে বারে ছাত্রছাত্রীরা ঘরমুখো। পরীক্ষা বন্ধ। পড়াশোনা বন্ধ। সেশনজ্যাম আরো ভয়াবহ। চার বছরের কোর্স আট বছরেও শেষ হয় না। আসন্ন বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আশা আহত। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত। শিক্ষার ভবিষ্যতও অন্ধকার।

কী হচ্ছে এসব আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার মাসের বিরতিহীন বন্ধের পর মাঝে একবার খুলেও খুলল না। দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের কাছে গোটা শিক্ষার চত্বর জিম্মি। হলগুলো পরিণত হয়েছে মিনি ক্যান্টনমেন্টে। ছাত্র শিবিরের বিশেষ বাহিনী চরের মতই অস্ত্র উঁচিয়ে দখল করে নিলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। তারা ভিসিকে চায় না। শিক্ষকদের মানে না। প্রশাসনের তোয়াক্কা করে না। প্লাটুনে প্লাটুনে পুলিশ নীরব দর্শক। যেন প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই ফিস্টাইল চলছে। ঈদের, বর্ষার ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয়টি যাও খুলল, কার্যত কোনও ক্লাস হচ্ছে না। প্রশাসনে কাজ হচ্ছে না। হলে হলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি একেবারেই কম। ক্যাম্পাস আবারো ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র দখলদারদের নিয়ন্ত্রণে। তারা এখন আফ্রিকার জঙ্গলের জীবের মতই আচরণ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত উপাচার্যের সঙ্গে। ভিসি'র বাড়ির সামনে তাঁবু খাঁটিয়ে, মাইক বাজিয়ে উপাচার্যের উদ্দেশ্যে, তার পরিবার পরিজনের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হচ্ছে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা ঢোলবাদ্য বাজিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে তাদের স্ব রূপে উন্মোচিত। তারা ভিসি'র বাড়ির গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও পানি সংযোগ কেটে দিয়েছে। এমন অমানবিক পাশবিক আচরণ করা হচ্ছে পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই। অথচ চট্টগ্রামের প্রশাসন কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় নিমগ্ন। এদেশে নাকি এখন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায়। অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপন্ন ভিসিকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা এই সম্পাদকীয় লেখা অবধি নেয়া হয়নি। জানি না, সরকারের সঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির মধুর আঁতাতের পরিণতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিশ্চয়তা আর অচলাবস্থার অবসান হতে আর কত দেরী।

সন্ত্রাস দৈত্যের বেপরোয়া অভিযানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের দায় কী সরকারের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব? সংঘর্ষতো শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে সরকারী ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে। সরকার নিরপেক্ষ হলে ছাত্রদলের কর্মীদের হাতে অস্ত্র আসে কোত্থেকে। কারা প্রকাশ্যে অস্ত্রের জোরে জগন্নাথ কলেজের হোস্টেল দখল করে ছাদের উপর বীরদর্পে বিজয়ের পতাকা ওড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রদলের নেতার আজও কীভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত থাকে। বিরোধী সংগঠনে অস্ত্রধারী নেই এ দাবি যেমনি অযৌক্তিক তেমনি নিজেদের অস্ত্রধারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েও সরকার কী শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারবেন? ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ কেন, এর কৈফিয়ত দেবার গরজ কী কারও আছে?